সংবাদ

তারিখ ... 03 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ৬ ... কলাম ... ৪ ...

sampadakio@gmail.com

রাজনীতির পথে প্রান্তে

শিক্ষায় সকল অর্জনই ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে

ফকীর আবদুর রাজ্জাক

সরকারবিরোধী রাজনীতিতে মন্দা নেমে এসেছে। বছরখানেকের বেশি সময় ধরেই এ অবস্থা। তবে গত মাসে সরকারের কতিপয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তুমুল ছাত্র আন্দোলন হয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তথা ছাত্রদের ওপর ভ্যাট নামক কর প্রত্যাহারের দাবিতে। মূলত রাজধানী অচল করে দিয়েছিল ছাত্ররা। কয়েক দিন সেই দুঃসহ আন্দোলন চলার পর সরকার পরিস্থিতি বিবেচনা করে ভ্যাট আরোপের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেয়। অন্য কথায় ভ্যাট প্রত্যাহারে সরকার বাধ্য হয়। সেই থেকে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ররা ক্লাসে ফিরে গেছে। তাদের উচ্ছ্বাস-আন্দোলনে তারা বিজয়ী। জনমনে প্রশ্ন– সরকার এমন হঠকারী সিদ্ধান্ত কেন নিয়েছিল? সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী-কর্মকর্তাদের কি দূরদর্শিতা বলে কিছু নেই? ঠিক একইভাবে দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে পারেনি ৮ম জাতীয় বেতন স্কেল ঘোষণার মাধ্যমে। বেতন স্কেলের বৈষম্য, মর্যাদাহানি ও অন্যান্য অসংগতির বিষয়ে এবার আন্দোলনে নেমেছেন দেশের সব সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, হাইস্কুল ও প্রাথমিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা। তারা ঈদুল আজহার পূর্বে সারাদেশে কর্মবিরতি পালন করে আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন। ঈদের কারণে কয়েক দিন বিরতি দিয়ে এবার এই অক্টোবর মাসে তারা লাগাতার আন্দোলনে যাবেন বলে ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন। অর্থাৎ দেশে সরকার বিরোধী রাজনীতি ও আন্দোলনে ভাটা পড়লেও সরকারের পে-স্কেল বিষয়ক ঘোষিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দেশের সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা দলমত নির্বিশেষে এক জোট হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে এবার মাঠে নেমে বিরোধী রাজনীতির শূন্যতা তারা পূরণ করবেন। এসব কিছুই আজ হতে যাচ্ছে সরকারের অদূরদর্শী ভ্রান্তনীতি ও সিদ্ধান্তের কারণে। সরকার জাতীয় বেতন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ ও বাস্তবায়নের সময় কেবল আমলাদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে অন্যান্য সরকারি ক্যাডারের সদস্যদের অবমূল্যায়ন করে ফেলেছে। আর তাতেই ফুঁসে উঠেছে দেশের সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক সমাজ, যা এখন রীতিমতো উদ্বেগের কারণ।

উদ্বেগের কারণ এ জন্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তাদের ফেডারেশনের ব্যানারে যে সকল কর্মসূচি ইতোমধ্যে ঘোষণা করেছেন তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ছাত্র সমাজ। ৩৭টি সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট কর্মরত শিক্ষক রয়েছেন ১২ হাজার ২৮১ জন। আগামী ৯ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের আগেই আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। এখন তাদের কর্মবিরতির যে কর্মসূচি রয়েছে তাতে ঐ ভর্তি পরীক্ষা ভন্ডুল হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। একইভাবে সরকারি কলেজ, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভর্তিচ্ছু ও পরীক্ষার্থীদের জীবনে নেমে আসবে সংকট। যেমন আগামী নভেম্বরে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠানের কথা। দেশের প্রায় ৬৩ হাজার প্রাথমিক সরকারি বিদ্যালয় রয়েছে। শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় পৌনে চার লাখ। তাদের সবগুলো ফেডারেশন মিলে যেভাবে আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়েছে, তাতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার সময় প্রাথমিক শিক্ষকরা ধর্মঘটে থাকবেন। অতএব, কোমলমতি ছাত্ররা পড়বে মহা সংকটে। দেশে ৩০৫টি সরকারি কলেজ সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সেখানে শিক্ষক হলেন বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের সদস্যরা। অষ্টম পে-কমিশনের রিপোর্ট তৈরির সঙ্গে তারা জড়িত ছিলেন। তারা অন্যান্য সকল বিসিএস ক্যাডারের বেতন-ভাতা-মর্যাদার বিষয় যেমনভাবে দেখেছেন সেভাবে দেখেননি শিক্ষা ক্যাডারকে। যদি দেখতেন তাহলে আজকে দেশের সকল বিসিএস শিক্ষা সদস্যকে একযোগে আন্দোলনে নামতে হতো না। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটি সুশৃঙ্খল, দক্ষ ও যোগ্য কাঠামোর ওপর দাঁড় করানোর চ্যালেঞ্জ নিয়ে দায়িত্ব পালন শুরু করেছিলেন। এই কি তার নমুনা? তিনি যদি আগে থেকে দেশের শিক্ষকদের মান-মর্যাদা বেতন-ভাতার বিষয় কিভাবে পে-কমিশনে মূল্যায়ন করা হচ্ছে তা দেখতেন তাহলে শিক্ষা ক্ষেত্রে আজকের এই অচলাবস্থা জাতিকে দেখতে হতো না।

মূলত সরকারের দায়িত্বশীল ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অদূরদর্শিতা ও গাফিলতির কারণে দেশের সকল পর্যায়ের শিক্ষকদের আজ আন্দোলনে নামতে বাধ্য করেছে তা অস্বীকার করা যাবে না। তাছাড়া আরও একটি বিষয় এক্ষেত্রে কাজ করেছে তাহলো আমলাতান্ত্রিক মানসিকতা। যারা অষ্টম জাতীয় পে-কমিশন রিপোর্ট তৈরির কাজে জড়িত ছিলেন তারা আমলাতন্ত্রকে তোষণ করার মানসিকতায় ভুগেছিলেন। যে কারণে রিপোর্ট প্রকাশের পর যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা প্রথম প্রতিবাদ করেছিলেন তখন সরকারের অর্থমন্ত্রী শিক্ষকদের উদ্দেশে অসম্মানজনক কটাক্ষ করে বলেছিলেন শিক্ষকরা 'অজ্ঞতা' প্রসূত হয়ে কথা বলছেন। কেমন করে তাদের মর্যাদাহানী হয়েছে তা নাকি তিনি বুঝতে পারেননি। পরে যখন পরিস্থিতি আরও বেশি উঠল তখন অর্থমন্ত্রী দুঃখ প্রকাশ করে তার মন্তব্য প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত শিক্ষকদের দাবি পর্যালোচনা ও সমস্যা সমাধানের জন্য একটি মন্ত্রী অধিকার লাট করেছে সরকার। আর সেই কমিটির প্রধান করেছেন ইতোমধ্যেই বিতর্কিত হওয়া অর্থমন্ত্রী এএমএ মুহিতকে। যার ওপর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যে আস্থা নেই তা ইতোমধ্যেই তারা তা জানিয়ে দিয়েছেন। তবু শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ শিক্ষক নেতাদের সঙ্গে এক বৈঠক করে তাদের আশ্বস্ত করেছেন– আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শিগগিরই সমস্যার সমাধান হবে। শিক্ষক সমাজের আন্দোলন শুরু করার পরে শিক্ষামন্ত্রীর তৎপরতা দেখে মনে হয়েছে তিনি আন্তরিক। সংকটের দ্রুত ও ন্যায়সঙ্গত সমাধান হোক তা তিনি চান। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী সাহেব পে-কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের আগে যদি একটউ সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন এবং শিক্ষকদের অবমূল্যায়ন করার বিষয়টি লক্ষ্য করতে সক্ষম হতেন তাহলে হয়তো সমস্যা এতো দূর গড়াত না। তিনি নিজেই তখন আগে থেকে সম্ভাব্য সংকটের বিষয়টি সামনে এনে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন।

এখন পরিস্থিতি অনেক দূর গড়িয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সঙ্গে এবার সরাসরি কলেজ, স্কুল ও প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকরাও আন্দোলনে নেমেছেন। ওদিকে বিসিএস-২৪ শিক্ষা ক্যাডারের সংগঠন শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের ৭ দফা দাবি পেশ করেছেন। তাদের দাবিগুলো যে মোটেই অযৌক্তিক নয় তা একবার পাঠ করলেই শিক্ষানুরাগী যে কোনো মানুষই বুঝতে পারবেন।

বিসিএ সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের প্রতিনিধিরা শিক্ষামন্ত্রীর কাছে যে ৭ দফা দাবি তুলে ধরেছেন তার মধ্যে অন্যতম কয়েকটি হলো– বেতন বৈষম্য নিরসনে শিক্ষা ক্যাডারের পদ ও বেতন আপগ্রেড করা, মাওসির মহা পরিচালকের পদকে ১ নম্বর গ্রেডে উন্নীত, ১ নম্বর গ্রেডের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নায়েমের মহাপরিচালক, এসসিটিবির চেয়ারম্যান, নয়টি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অনার্স-মাস্টার্স সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ পদকে আপগ্রেড করতে হবে। এ ছাড়া তারা শিক্ষামন্ত্রীর কাছে ঘোষিত জাতীয় পে-স্কেলে গুরুতর কয়েকটি সঙ্গতি তুলে ধরেছেন। যেমন আগে টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেডের নিয়ম ছিল। ১০ বছর সরকারি চাকরি সম্পন্ন হলে যদি সঙ্গত কারণে পদোন্নতি না হয় তাহলে সরকারি চাকরিজীবী টাইম স্কেল পেতেন। আবার সর্বোচ্চ পর্যায় দিয়ে পদোন্নতি না হলে সিলেকশন গ্রেড পাওয়ার সুযোগ ছিল। এবার অষ্টম জাতীয় বেতন স্কেলে ঐ দুটো সুযোগ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অথচ পে-স্কেল ঘোষণার একদিন আগেই সিভিল সার্ভিস ও পুলিশসহ ৮টি ক্যাডারের কর্মকর্তারা টাইম স্কেল পেয়েছেন, পক্ষান্তরে একদিনের ব্যবধানে সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের সদস্যরা টাইম স্কেল পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তাই আমাদেরও বিশ্বাস মূলত একটি মহলের বিধার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেই অষ্টম জাতীয় পে-স্কেল তৈরি হয়েছে, যে কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা।

দেশের নেতা-মন্ত্রীরা কথায় কথায় 'শিক্ষাই উন্নতির চাবিকাঠি' বলতে বলতে ঘর্মাক্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু তার মান-মর্যাদা উন্নয়নের ব্যাপারে তাদের সুদূর কোন পরিকল্পনা নেই। এ কথা আজ একবিংশ শতাব্দীর অকাট্য সত্য যে, শিক্ষার মানোন্নয়ন-সম্প্রসারণ যত দ্রুত কোন রাষ্ট্র নিশ্চিত করতে পারবে সে রাষ্ট্র তত দ্রুত উন্নতির সোপানে পৌঁছাবে। আর এই মানোন্নয়নের প্রশ্নে প্রথম পদক্ষেপই হতে হবে স্বতন্ত্র পিএসপি ও স্বতন্ত্র পে-কমিশন। অর্থাৎ উন্নত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সেরা কলেজগুলোতে শিক্ষক নিয়োগ পাবে। তাদের বেতন-ভাতা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সিভিল প্রশাসনের চাইতে বেশি আকর্ষণীয় হতে হবে। তবেই দেশের সেরা মেধাবী ছাত্ররা শিক্ষকতা পেশার প্রতি আকৃষ্ট হবেন। এর কোন বিকল্প নেই। বর্তমান অবস্থায় অপেক্ষাকৃত মেধাবীরা অন্যান্য সিভিল সার্ভিসে চলে যাওয়ার পর পরবর্তী প্রার্থীরা থাকে সাধারণ শিক্ষায়। বেসরকারি স্কুল কলেজে তো শিক্ষা নিয়োগের একমাত্র মাধ্যম হলো তদবির ও ঘুষ। স্বাভাবিক কারণেই দুর্বল শিক্ষকদের দ্বারা তৈরি হচ্ছে দুর্বল ছাত্রসমাজ। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। অতএব, স্বতন্ত্র পে-কমিশন গঠন করাই হবে বর্তমান সংকটের সমাধান।

আমরা যেন ভুলে না যাই, দেশের শিক্ষককে সমাজকে রাজপথে নামতে বাধ্য করে আর যাই হোক দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা যায় না। তাই তাদের ন্যায্য দাবি-দাওয়ার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে অবিলম্বে সংকটের সমাধান করতে হবে। বেতন-ভাতার বৈষম্য ও মর্যাদাহানীকর বিষয়গুলো গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। যত ভালো ভালো মুখরোচক কথাই বলা হোক না কেন– শিক্ষার সঙ্গে জড়িত প্রতিটি মানুষই জানেন দেশের এই খাতটিও ব্যাপক দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনায় আকীর্ণ হয়ে পড়েছে। সময়মতো পরীক্ষা গ্রহণ ও নিয়মিত তার ফল প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে নির্ধারিত সময়ে পাঠ্যবই ছাপিয়ে তা বিতরণ করার কৃতিত্ব যেমন সত্য তেমনি শিক্ষা খাতে অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির বিষয়টিও কর্তৃপক্ষকে মনে রাখতে হবে। অন্যথায় সকল অর্জনই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

[লেখক : সাংবাদিক, কলামিস্ট]